বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ

প্রশ্ন ঃ **ব্যাকরণ শব্দটির বিশে- ষণ রূপ কী?**
উত্তর- বি+আ+কৃ+অন

প্রশ্ন ঃ **এই বিশে- ষণের বুৎপত্তিগত অর্থ অথবা ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কী?**
উত্তর- বিশেষভাবে বিশে- ষণ।

প্রশ্ন ঃ **ব্যাকরণের কাজ কী?**
উত্তর- ভাষার অভ্যন্ড়রীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা।

প্রশ্ন ঃ **ব্যাকরণ শব্দটি কোন শ্রেণীর শব্দ?**
উত্তর- সংস্কৃত।

প্রশ্ন ঃ **সর্বপ্রথম পতুর্গীজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- Vocabolario em idioma Bengalla, e portuzuez dividido em duas partes.

প্রশ্ন ঃ **পতুর্গীজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণের রচনাকাল কত?**
উত্তর- ১৭৩৪ সালে।

প্রশ্ন ঃ **কতসালে পতুর্গীজ ভাষায় রচিত বাংলা ব্যাকরণ রোমান হরফে মুদ্রিত হয়?**
উত্তর- ১৭৪৩ সালে।

প্রশ্ন ঃ **ইংরেজী ভাষায় রচিত ১ম বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)।

প্রশ্ন ঃ **ইংরেজী ভাষায় ১ম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন?**
উত্তর- নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড।

প্রশ্ন ঃ **উইলিয়াম কেরী কর্তৃক রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)।

প্রশ্ন ঃ **বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন কে?**
উত্তর- রাজা রামমোহন রায়।

প্রশ্ন ঃ **রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- Bengali Grammar in English Language (১৮২৬)।

প্রশ্ন ঃ **রাজা রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)।

প্রশ্ন ঃ **প ি‌ত শ্যামাচরণ কর্তৃক রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- The Bengali Language (১৮৫০)।

প্রশ্ন ঃ **বাংলা ভাষার বিকাশ ও উদ্ভব সম্পর্কিত ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- ODBL (The Origin and Development of the Bengali Language).

প্রশ্ন ঃ **ODBL কে রচনা করেন?**
উত্তর- ড: সুনীতিকুমার চট্টেপাধ্যায়।

প্রশ্ন ঃ **ড: মুহম্মদ শহীদুল-াহর লেখা ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- বাঙ্গালী ব্যাকরণ (১৯৩৫)।

প্রশ্ন ঃ **"ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" (১৯৩৯) কে রচনা করেন?**
উত্তর- ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্ন ঃ **ড: মুহম্মদ এনামুল হকের ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর- ব্যাকরণ মঞ্জুরী।

প্রশ্ন ঃ **ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়সমূহ কী-কী?**
উত্তর-

১) **ধ্বনিতত্ত্ব-** ধ্বনি, বর্ণ, বর্ণের বিন্যাস, ধ্বনি পরিবর্তন, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, সন্ধি।
২) **শব্দতত্ত্ব/রূপতত্ত্ব-** শব্দ, প্রত্যয়, পদপ্রকরণ, কারক, সমাস, কাল, পুর ু‌ষ, ধাতু, উপসর্গ, অনুসর্গ, দ্বির ু‌ক্ত শব্দ, লিঙ্গ, বচন।
৩) **বাক্যতত্ত্ব-** বাক্য, বাক্য পরিবর্তন, পদের স্থান, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন।
৪) **অর্থতত্ত্ব/বা অর্থ বিজ্ঞান-** সমার্থক ও বিপরীত শব্দ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি- বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

০১. ভাষা বিজ্ঞানী কাহার উপাধি? (চবি জ-২০০৬-২০০৭)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল- াহ
গ. লালন ফকির ঘ. শামসুর রহমান

০২. 'ব্যাকরণ' শব্দটি- (রাবি ২০০৬-২০০৭) (খুবি খ-২০০৬-২০০৭)
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত গ. ফারসি ঘ. তদ্ভব

০৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব কোন ভাষা থেকে? (ঢা বি গ-১৯১৬-৯৭) (জা বি -২০০৪-০৫) (রা বি-২০০৪-২০০৫) (রাবি ২০০৬-২০০৭) {রা বি (মার্কেটিং বিভাগ -২০০৩-২০০৪)}
ক. সংস্কৃত খ. মাগ্ধী অপভ্রাশ
গ. প্রাকৃত ঘ. হিন্দি

০৪. ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন- (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ব্রাসি হ্যালহেড খ. উইলিয়াম কেরী
গ. জন মার্শাল ঘ. হরলাল রায়

০৫. 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. মু. শহীদুল- াহ খ. মুনীর চৌধুরী গ. মু. আ. হাই ঘ. কোনটিই নয়

০৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন- (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. উপন্যাসিক খ. ভাষাবিদ গ. কবি ঘ. বিজ্ঞানী

০৭. বাংলা বর্ণমালা কোন লিপি থেকে এসেছে? (জা বি -২০০৪-২০০৫)(চ বি ঙ-২০০৪-২০০৫)(রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. তাম্রলিপি খ. ব্রাক্ষ্মীলিপি গ. দেবনাগরী ঘ. রোমান

০৮. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল-াহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে হয়েছে? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ. দশম শতাব্দীতে
গ. সপ্তম শতাব্দীতে ঘ. নবম শতাব্দীতে

০৯. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন কে? (রাবি ০৫-০৬) (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. জন কেরি খ. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল- াহ
গ. কালি দাস ঘ. এন. বি. হ্যালহেড

১০. ব্যাকরণ শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? (ঢা বি গ-১৯৯৪-১৯৯৫) (ঢা বি গ-২০০১-২০০২) (চবি চ-২০০৩-২০০৪) (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. বিশেষভাবে বিশে- ষণ খ. ভাষার প্রকৃত ও প্রয়োগ রীতি আলোচনা ও ব্যাখ্যা
গ. ভাষার স্বর ু‌প আলোচনা ও ব্যাখ্যা ঘ. সবগুলি

১১. সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? {রা বি (মার্কেটিং বিভাগ)-২০০৩-২০০৪)}(ইবি গ-২০০৫-২০০৬) (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ভাষাতত্ত্ব খ. র ু‌পতত্ত্ব গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. ধ্বনিতত্ত্ব

১২. পৃথিবীর আদি ভাষার নাম- (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. সংস্কৃত খ. ইন্দো-ইউরোপিয়ান
গ. আরবি ঘ. হিব্র ু‌

১৩. জনসংখ্যায় বাংলা পৃথিবীর কততম বৃহৎ মাতৃভাষা? (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. অষ্টম খ. নবম গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

১৪. ভারতীয় কোন লিপিমালা ডান দিক থেকে লেখা হয়- (ইবি খ-২০০৫-২০০৬)
ক. হিন্দি খ. মারাঠি গ. গুজরাট ঘ. খরোষ্ঠি

১৫. বাংলা বর্ণমালা স্থায়ী রূপ লাভ করে কার দ্বারা- (ইবি খ-২০০৫-২০০৬)
ক. রামমোহনের খ. উইলিয়াম কেরির
গ. বিদ্যাসাগরের ঘ. মদনমোহন তর্কালঙ্কারের

১৬. বাংলা অক্ষরের প্রথম নকশা তৈরি করেন- (ইবি খ-২০০৫-২০০৬)
ক. ড. মুহাম্মদ শহীদুল- াহ খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. উইলিয়াম কেরী ঘ. চার্লস উইলকিন্স

১৭. ব্যাকরণ ভাষাকে- (ইবি খ- ২০০৫-২০০৬)
ক. চলতে নির্দেশ দেয় খ. শাসন করে
গ. বিচ্ছেদ করে ঘ. বর্ণনা করে

১৮. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম কোন ভাষায় লেখা হয়- (ইবি খ-২০০৫-২০০৬)
ক. বাংলা খ. ইংরেজি গ. পর্তুগীজ ঘ. সংস্কৃত

১৯. 'ণ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? (ইবি খ-২০০৫-২০০৬)

ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. পদক্রম ঘ. রূপতত্ত্ব

২০. ব্যাকরণের কাজ কি? (ইবি গ-২০০৫-২০০৬)
ক. ভাল লেখক তৈরী করা খ. শুদ্ধ লিখন তৈরী করা
গ. ভাষার বিশে- ষণ করা ঘ. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করা

২১. নিচের কোনটি ব্যাকরণের বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়? (ইবি চ-২০০৫-২০০৬)
ক. কারক ও সমাস খ. সন্ধি গ. বাগধারা ঘ. ধাতুরূপ

২২. বাগধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? (ঢাবি গ-২০০৪-২০০৫)
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব গ. ভাষাতত্ত্ব
ঘ. বাক্যতত্ত্ব ঙ. শব্দতত্ত্ব

২৩. ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? (চবি খ-২০০৩-২০০৪)
ক. ভাষার ইতিহাস জানার জন্য খ. ভাষার অর্থ জানার জন্য
গ. শুদ্ধ ভাষা শিক্ষার জন্য ঘ. শুদ্ধ বাক্য গঠনের জন্য

২৪. ব্যাকরণের প্রধান কাজ কী? (চ বি ক-২০০২-২০০৩)
ক. ভাষার উদাহরণ খ. ভাষার বিকল্প
গ. ভাষার বিরুদ্ধে ঘ. ভাষার শৃংখলা সাধন

২৫. বাংলা ভাষার প্রধান দুটি রূপ কী কী? (রা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. কথ্য ও লেখ্য খ. কথ্য ও আঞ্চলিক
গ. লেখ্য ও আঞ্চলিক ঘ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন

২৬. মধ্যযুগে বাংলা ভাষার বিস্তৃতিকাল (রা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ১২০১-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১৪০১-১৬০০খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ১৩০১-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ

২৭. ভারতীয় লিপিমালার প্রাচীনতম রূপ কয়টি? (জা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি

২৮. কোনটি বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল? (জা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. দশম থেকে চতুর্থদশ শতাব্দী খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

২৯. বাংলা ভাষা কোন আদি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত? (জা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষাগোষ্ঠী খ. ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী
গ. আর্য ভাষাগোষ্ঠী ঘ. প্রাচিন ভারতীয় আর্য ভাষাগোষ্ঠী

৩০. কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়? (জা বি -০৪-০৫)
ক. পাঠান যুগ খ. সেন যুগ গ. পাল যুগ ঘ. মোঘল যুগ

৩১. ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি? (জা বি -২০০৪-২০০৫)
ক. খরোষ্ঠি খ. কুটীল গ. নাগরী ঘ. ব্রাহ্মী

৩২. কোন অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে বলে ড. মুহম্মদ শহীদুল-াহ মনে করেন? (ঢা বি ক-২০০৩-২০০৪)
ক. গৌড়ীয় অপভ্রংশ খ. সৌরশেনী অপভ্রংশ
গ. মাগধী অপভ্রংশ ঘ. মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ

৩৩. এঁদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভাষা জনতেন? (চ বি খ-২০০১-২০০২)
ক. বিদ্যাসাগর খ. আলাওল
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল- াহ

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক
৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ক
১১	ঘ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	খ
১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ক
২৬	খ	২৭	গ	৭৮	গ	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	ঘ				

অনুশীলনী- বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণ

০১. সর্বপ্রথম বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন কে?
ক. রাজা রাম মোহন রায় খ. এন. বি. হেলহেড
গ. উইলিয়াম কেরি ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ঙ. কোনটিই নয়

০২. ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কতটি?
ক. তিনটি খ. চারটি গ. পাঁচটি
ঘ. দু'টি ঙ. মাত্র একটি

০৩. রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণগ্রন্থ কোনটি?
ক. ব্যাকরণ মুঞ্জরী খ. ব্যাকরণ বিচিত্রা
গ. Bengali Grammar ঘ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ঙ. কোনটিই নয়

০৪. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় -
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব গ. পদক্রম
ঘ. অভিধানতত্ত্ব ঙ. শব্দতত্ত্ব

০৫. বাংলা ব্যাকরণে 'বচন ও লিঙ্গ' আলোচিত হয় কোন বিভাগে?
ক. পদক্রমে খ. বাক্যতত্ত্বে গ. ধ্বনিতত্ত্বে
ঘ. রূপতত্ত্বে ঙ. কোনটিই নয়

০৬. ব্যাকরণের মূল ভিত্তি কি?
ক. ভাব খ. ভাষা গ. ধ্বনি
ঘ. বাক্য ঙ. বর্ণ

০৭. ধাতুর রূপ ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচিত বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. ভাষাতত্ত্ব গ. রূপতত্ত্ব
ঘ. বাক্যতত্ত্ব ঙ. অর্থতত্ত্ব

০৮. ব্যাকরণকে এক কথায় কী বলে?
ক. ভাষা আইন খ. ভাষা অভিধান গ. ভাষার সংবিধান
ঘ. ভাষা বিশে- ষণ ঙ. ভাষার বিকাশ

০৯. বাংলা ব্যাকরণের মূল ভাবধারা এসেছে কোন ভাষা থেকে?
ক. সংস্কৃত খ. বাঙলা গ. ইংরেজি
ঘ. ফারসি ঙ. ফরাসি

১০. পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষার কয়টি রীতি লক্ষণীয়?
ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি ঙ. কোনটিই নয়

১১. বাংলা ভাষার ভগ্নী সম্পর্কীয় কোনটি?
ক. হিন্দী খ. উড়িয়া গ. আসামী
ঘ. মৈথিলী ঙ. উর্দূ

১২. সংস্কৃত ভাষা হলো -
ক. লেখ্য ভাষা খ. ভারতের রাষ্ট্র ভাষা গ. কথ্য ভাষা
ঘ. হিন্দুদের ভাষা ঙ. বৌদ্ধদের ভাষা

১৩. বাংলা ভাষায় সাধু রীতির আগমন ঘটে কোন ভাষা থেকে?
ক. সংস্কৃত ভাষা খ. হিন্দী ভাষা গ. আঞ্চলিক ভাষা
ঘ. উর্দু ভাষা ঙ. তদ্ভব ভাষা

১৪. কোন্ বাক্যটি সাধু ভাষার?
ক. তারা চলিয়া গেল খ. তাহারা চলে গেল গ. তাহারা চলিয়া গেল
ঘ. তারা চলে গেল ঙ. কোনটিই নয়

১৫. ভাষার কোন রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে?
ক. কথ্য রীতিতে খ. আঞ্চলিক রীতিতে
গ. চলিত রীতিতে ঘ. সাধু রীতিতে ঙ. মৌখিক রীতিতে

১৬. ভাবের বাহন কী?
ক. ভাষা খ. সাহিত্য গ. সঙ্গীত
ঘ. ইতিহাস ঙ. সংস্কৃতি

১৭. বাংলা লিপির উৎস কি?
ক. খরোষ্ঠী লিপি খ. ব্রাহ্মী লিপি গ. আরবি লিপি ঘ. উর্দু লিপি

১৮. কোন আমলে ব্রাহ্মী লিপিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যায়?
ক. গুপ্ত আমলে খ. পাল আমলে গ. সেন আমলে ঘ. সুলতানি আমলে

১৯. বাংলা লিপির গঠনকার্য কোন আমলে শুরু হয়?
ক. গুপ্ত আমলে খ. পাল আমলে গ. সেন আমলে ঘ. সুলতানি আমলে

২০. বাংলা লিপি স্থায়ী রূপ লাভ করে কখন?
ক. পাল আমলে খ. গুপ্ত আমলে গ. সেন আমলে ঘ. পাঠান আমলে

২১. বর্তমানে কোন লিপি খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় বহন করেছে?
ক. আরবি লিপি খ. উর্দু লিপি গ. হিন্দি লিপি ঘ. বাংলা লিপি

২২. কোন আমলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?
ক. সেন আমলে খ. গুপ্ত আমলে গ. কুষাণ আমলে ঘ. পাল আমলে

২৩. ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটে কীভাবে?
ক. ভারতের চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে খ. ভারতের ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে
গ. বাংলার চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে ঘ. বাংলার প্রত্নতত্ত্বকে অবলম্বন করে

২৪. বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় অশোকের লিপি রয়েছে?
ক. কুমিল- ার লালমাই পাহাড় খ. নওগাঁও সোমপুর বিহারে
গ. বগুড়া মহাস্থানগড়ে ঘ. কুমিল- ার শালবনে বিহারে

২৫. কুটিল লিপি কোন জায়গার প্রচলিত রূপ?
ক) রাজস্থান থেকে গুজরাট খ) উড়িষ্যা থেকে পূর্বাঞ্চল
গ) উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমাঞ্চল ঘ) গুজরাট থেকে মধ্যপ্রদেশ

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ঘ
৬	গ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ক	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঙ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	গ	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ

ধ্বনি ও বর্ণ

বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয় ঃ ১) স্বরধ্বনি ও ২) ব্যঞ্জনধ্বনি।

১) স্বরধ্বনি ঃ যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় **স্বরধ্বনি** (vowel sound)। যেমন - অ, আ, ই, উ ইত্যাদি।

২) ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় **ব্যঞ্জনধ্বনি** (consonant sound)। যেমন - ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ ঃ ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (letter)।

স্বরবর্ণ ঃ স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় **স্বরবর্ণ**। যেমন - অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ ব্যঞ্জনধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে বলা হয় **ব্যঞ্জনবর্ণ**। যেমন - ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণমালা ঃ যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার **বর্ণমালা** (alphabet) বলা হয়। যে বর্ণমালায় বাংলা ভাষা লিখিত হয়, তাকে বলা হয় বঙ্গলিপি।

হসন্ড় বা হলন্ড় বর্ণ ঃ উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি 'অ' স্বরধ্বনিটি যোগ করে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। যেমন - ক্ + অ = ক, চ্ + অ = চ, ট্ + অ = ট, ত্ + অ = ত, প্ + অ = প ইত্যাদি। স্বরধ্বনি সংযুক্ত না হলে অর্থাৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে 'হস্' বা 'হল' চিহ্ন (্) দিয়ে লিখতে হয়। এ রূপ বর্ণকে বলা হয় **হসন্ড়** বা **হলন্ড় বর্ণ**।

বাংলা বর্ণমালা

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচলি- শটি (৩৯)টি।

১) স্বরবর্ণ : অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ১১ টি
২) ব্যঞ্জনবর্ণ : ক খ গ ঘ ঙ ৫ টি
চ ছ জ ঝ ঞ ৫ টি
ট ঠ ড ঢ ণ ৫ টি
ত থ দ ধ ন ৫ টি
প ফ ব ভ ম ৫ টি
য র ল শ ষ ৫ টি
স হ ড় ঢ় য় ৫ টি
ৎ ং ঃ ঁ ৪ টি
মোট = ৫০ টি

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

❍ কার ও ফলা

কার ঃ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **সংক্ষিপ্ত স্বর** বা **'কার'**। যেমন - 'আ' - এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'া'। 'ম' - এর সঙ্গে 'আ' - এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'া' যুক্ত হয়ে হয় 'মা'।

ফলা ঃ ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় **'ফলা'**। এ ভাবে যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয়, তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়। যেমন - ম-এ য-ফলা = ম্য, ম-এ র-ফলা = ম্র, ম-এ ল-ফলা = ম্- , ম-এ ব-ফলা = ম্ব।

❍ বর্ণের বর্গীয় শ্রেণীবিভাগ

ক খ গ ঘ ঙ	ধ্বনি	হিসেবে	এগুলো	কণ্ঠ্য	ধ্বনি,	বর্ণ	হিসেবে	'ক'	বর্গীয়	বর্ণ
চ ছ জ ঝ ঞ	"	"	"	তালব্য	"	"	"	'চ'	"	"
ট ঠ ড ঢ ণ	"	"	"	মূর্ধন্য	"	"	"	'ট'	"	"
ত থ দ ধ ন	"	"	"	দন্ড্য	"	"	"	'ত'	"	"
প ফ ব ভ ম	"	"	"	ওষ্ঠ্য	"	"	"	'প'	"	"

❍ যৌগিক স্বর

যৌগিক স্বর ঃ পাশাপাশি দু টি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এ রূপে এক সঙ্গে উচ্চারিত দু টো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বি-স্বর বলা হয়। যেমন - অ + ই = অই (বই), অ + উ = অউ (বউ), অ + এ = অয় (বয় + ময়না), অ + ও = অও (হও, লও)।

❍ বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ

আ + ই = আই (যাই, ভাই) ; আ + উ = আউ (লাউ) ; আ + এ = আয় (যায়, খায়) ; আ + ও = আও (যাও, খাও) ; ই + ই = ইই (দিই) ; ই + উ = ইউ (শিউলি) ; ই + এ = ইয়ে (বিয়ে) ; ই + ও = ইও (নিও, দিও)। উ + ই = উই

(উই, শুই), উ + আ = উয়া (কুয়া) ; এ + আ = এয়া (কেয়া, দেয়া), এ + ই = এই (সেই, নেই), এ + ও = এও (খেও) ; ও + ও = ওও (শোও)।

বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটি বর্ণ রয়েছে ঃ ঐ(অ+ই) এবং ঔ(অ+উ)। অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

❍ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণস্থানগত বিভাগ

নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ দেখানো গেল

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চরণ স্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ ঞ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্ড্মূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্ড্মূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্ড্মূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ড্য বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি বা ক-বর্গীয় ধ্বনি ঃ ক খ গ ঘ ঙ - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো **জিহ্বমূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি**।

মূর্ধন্য ধ্বনি বা ট-বর্গীয় ধ্বনি ঃ ট ঠ ড ঢ ণ - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের দাঁতের গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম **দন্ড্মূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি**। আবার এগুলো মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় **মূর্ধন্য ধ্বনি**।

দন্ড্য ধ্বনি বা ত-বর্গীয় ধ্বনি ঃ ত থ দ ধ ন - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় **দন্ড্য ধ্বনি**।

ওষ্ঠ্য ধ্বনি বা প-বর্গীয় ধ্বনি ঃ প ফ ব ভ ম - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের **ওষ্ঠ্য ধ্বনি** বলে।

নাসিক্য ধ্বনি ঃ ঙ ঞ ণ ন ম - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বায়ু বের হয় বলে এদের বলা হয় **নাসিক্য ধ্বনি** এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় **নাসিক্য বর্ণ**।

(ঁ) চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এ জন্য এটিকে **অনুনাসিক ধ্বনি** এবং প্রতীকটিকে **অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ** বলে। যেমন - আঁকা, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।

খন্ড-ত (ৎ) - কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্-চিহ্ন যুক্ত (ত্) - এর রূপভেদ মাত্র।

পরাশ্রয়ী বর্ণ ং ঃ ঁ - এ তিনটি বর্ণ স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। এ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অন্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে উচ্চারিত হয়। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **পরাশ্রয়ী** বর্ণ।

❍ ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নাম

স্পর্শ ব্যঞ্জন - পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ড এ পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে **স্পর্শ ব্যঞ্জন** বা **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে।

উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী **স্পর্শ ব্যঞ্জন** ধ্বনিগুলোকে প্রথমত দু ভাগে ভাগে করা যায়-

১) অঘোষ এবং **২) ঘোষ**।

১) যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, তাকে বলা হয় **অঘোষ ধ্বনি**।
যেমন - ক, খ, চ, ছ ইত্যাদি।

২) যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়, তাকে বলে **ঘোষ ধ্বনি**।
যেমন - গ, ঘ, জ, ঝ ইত্যাদি।

এ গুলোকে আবার দু ভাগে ভাগ করা যায়: ক) অল্পপ্রাণ এবং খ) মহাপ্রাণ।

ক) যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় **অল্পপ্রাণ ধ্বনি**।
যেমন - ক, গ, চ, জ, ইত্যাদি।

খ) যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় **মহাপ্রাণ ধ্বনি**।
যেমন - খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

❍ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং ঘোষ অঘোষ ধ্বনি

উচ্চারণ স্থান	অঘোষ (voiceless)		ঘোষ (voiced)		
	(১) অল্পপ্রাণ (Unaspired)	(২) মহাপ্রাণ (Aspired)	(৩) অল্পপ্রাণ (Unaspired)	(৪) মহাপ্রাণ (Aspired)	(৫) নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ড্	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

❍ মাত্রা

সহজ কথায় বাংলা বর্ণে ওপরের রেখা বা কশি চিহ্নকে মাত্রা বলা হয়।

বাংলা **বর্ণমালায়-** পূর্ণমাত্রা যুক্তবর্ণ- ৩২ টি,
অর্ধমাত্রা যুক্তবর্ণ- ৮ টি,
মাত্রাহীন বর্ণ- ১০ টি।

বাংলা **ব্যঞ্জনবর্ণে-** পূর্ণমাত্রা যুক্তবর্ণ- ২৬ টি,
অর্ধমাত্রা যুক্তবর্ণ- ৭ টি,
মাত্রাহীন বর্ণ- ৬ টি।

বাংলা **স্বরবর্ণে-** পূর্ণমাত্রা যুক্তবর্ণ- ৬ টি,
অর্ধমাত্রা যুক্তবর্ণ- ১ টি,
মাত্রাহীন বর্ণ- ৪ টি।

❍ ধ্বনির উচ্চারণ বিধি

স্বরধ্বনির উচ্চারণ-উচ্চারণস্থানভিত্তিক

সম্মুখ স্বরধ্বনি- ই এবং **ঈ** - ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে আসে এবং উচ্চে অগ্রতালুর কঠিনাংশের কাছাকাছি পৌঁছে। **এ** ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান **ই** - ধ্বনির মত সম্মুখেই হয়, কিন্তু একটু নিচে এবং আ-ধ্বনির বেলায় আরও নিচে। **ই ঈ** এ (অ) ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা এগিয়ে সম্মুখভাগে দাঁতের দিকে আসে বলে এ গুলোকে বলা হয় **সম্মুখ ধ্বনি**। **ই** এবং **ঈ**-র উচ্চারণের বেলায় জিহ্বা উচ্চে থাকে। তাই এগুলো **উচ্চসম্মুখ স্বরধ্বনি**। **এ মধ্যাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি** এবং **অ নিম্নাবস্থিত সম্মুখ স্বরধ্বনি**।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি- উ এবং **ঊ**-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে এবং পশ্চাৎ তালুর কোমল অংশের কাছাকাছি ওঠে। **ও**-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা আরও একটু নিচে আসে। **অ**-ধ্বনির বেলায় তার চেয়েও নিচে আসে। **উ ঊ ও অ**-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা পিছিয়ে আসে বলে এ গুলোকে **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** বলা হয়। **উ** ও **ঊ**-ধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চে থাকে বলে এদের বলা হয় **উচ্চ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি, ও মধ্যাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** এবং **অ-নিম্নাবস্থিত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি**।

বিবৃত ধ্বনি- বাংলা **আ**-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে **আ**-কে **কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি** এবং **বিবৃত ধ্বনি** বলা হয়।

❍ বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হল

	সম্মুখ ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয় ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ ওষ্ঠাধর গোলকৃত

	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

❍ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ

স্পর্শ ধ্বনিঃ ক থেকে ম পর্যন্ড় বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এ সব ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সঙ্গে অন্য বাগযন্ত্রের কোনো কোনো অংশের কিংবা ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে ; অর্থাৎ এদের উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের কোথাও না কোথাও ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাধা পেয়ে বেরিয়ে যায়। বাধা পেয়ে স্পষ্ট হয় বলে এগুলোকে বলে **স্পর্শ ধ্বনি**।

উষ্মধ্বনি ঃ শ, ষ, স, হ - এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এগুলোকে বলা হয় **উষ্মধ্বনি** বা **শিশধ্বনি**। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় **উষ্মবর্ণ**।
শ ষ স - এ তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ, **আর 'হ'** ঘোষ মহাপ্রাণ **ধ্বনি**।

অন্ড়স্থ ধ্বনি ঃ স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্ড়রে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে য র ল ব - এ ধ্বনিগুলোকে অন্ড়স্থ ধ্বনি বলা হয় আর বর্ণগুলোকে বলা হয় **অন্ড়স্থ বর্ণ**।

তাড়নজাত ধ্বনি ঃ ড় ও ঢ়-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্ড়মূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় **তাড়নজাত ধ্বনি**। ড়-এর উচ্চারণ ড এবং র-এর দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ়-এর উচ্চারণ ড় এবং হ- এর দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমন - বড়, গাঢ়, রাঢ় ইত্যাদি।

কম্পনজাত ধ্বনি ঃ র-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে এবং তদ্বারা দন্ড়মূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে উচ্চারিত হয়। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে **কম্পনজাত ধ্বনি** বলা হয়। উদাহরণ - রাহাত, আরাম, বাজার ইত্যাদি।

পার্শ্বিক ধ্বনি ঃ ল-বর্গে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্ড়মূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক বা দু পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেওয়া হয়। দু পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে একে **পার্শ্বিক ধ্বনি** বলা হয়। যেমন - লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল।

উষ্ম ঘোষধ্বনি ঃ হ-বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল **উষ্ম ঘোষধ্বনি**। এ উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠের মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমন - হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

❍ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের অন্যান্য বিষয়াবলি

- ং (অনুস্বার) এর উচ্চারণ ঙ - এর উচ্চারণের মত। যেমন - রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং - এর বদলে ঙ এবং ঙ - এর বদলে ং - এর ব্যবহার খুবই সাধারণ।
- ঃ (বিসর্গ) হল অঘোষ 'হ'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ-এর উচ্চারণ ঘোষ, কিন্তু ঃ এর উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যথা - আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্ড়ে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে।
  যেমন - বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়।
  যেমন - দুঃখ (দুখ্খ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্কাল)।
- বাংলা বর্ণমালায় বর্গীয়-ব এবং অন্ড়স্থ-ব - এর আকৃতিতে কোনো পার্থক্য নেই। আগে বর্গীয় ও অন্ড়স্থ - এ দু রকমের ব-এর লেখার আকৃতিও পৃথক ছিল, উচ্চারণও আলাদা ছিল। এখন আকৃতি ও উচ্চারণ অভিন্ন বলে এটিকে বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃত প্রস্ড়াবে অন্ড়স্থ 'য' ও অন্ড়স্থ 'ব' - এ দু টো অর্ধস্বর (Semivowel)। প্রথমটি অয় বা ইয় (y) এবং দ্বিতীয়টি অব বা অও (w)-র মত। যেমন - নেওয়া, হওয়া ইত্যাদি।
- ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা 'ইয়' - এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মত। যেমন - ভূঞা (ভূঁইয়া)।
- চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন - জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।
- বাংলায় ণ এবং ন-বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দু টোর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ণ - এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন - ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।
- ঙ, ং, ঞ, ণ - এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না, শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এ সব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না, শব্দের মধ্যে বা অন্ড়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন - সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঞা, ক্ষণ ইত্যাদি।

❍ যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

- সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ বর্ণক্রমিক হয়। যেমন-যুক্ত = য্ + উ + ক্ + ত্ + অ।
- য-ফলা (্য) ও ব-ফলা (ব) যুক্ত বর্ণের য্ ও ব্ উচ্চারিত হওয়ার সময় যে বর্ণটির সাথে যুক্ত হয় সেটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয়। যেমন - সত্য- সত্তো, মধ্য-মধ্ধো > মদ্ধো, বিশ্ব - বিশ্শো। ব্যতিক্রম : বাহ্য - বাজ্ঝো।
- শব্দের প্রথম সংযুক্ত ব-ফলার উচ্চারণে ব-ফলাযুক্ত বর্ণটির দ্বিত্ব হয় না, তবে বিশেষ জোর দিতে হয়।
  যেমন - শ্বাপদ (শ্শাপদো), স্বত্ব (স্সত্তো)।
- র-ফলা (্র) যুক্তবর্ণের উচ্চারণ বর্ণক্রমিক হয়। যেমন - ভদ্র (ভদ্দ্রো), নম্র (নম্ম্রো)।
- ল-ফলা (ল) যুক্তবর্ণের উচ্চারণও বর্ণক্রমিক হয়। যেমন - অম্ল- (অম্লো), শুক্ল (শুক্লো)।
- ম-ফলা (ম) যুক্তবর্ণের উচ্চারণ বর্ণক্রমিক। কিন্তু ক, গ, ত, দ, স এবং শ-এর সাথে ম-ফলা যুক্ত হলে যুক্ত ধ্বনি দ্বিত্ব হয় এবং উচ্চারণে অনুনাসিক হয়। যেমন - গ্রীষ্ম (গ্রীশ্শোঁ), আত্মীয় (আত্তীয়), পদ্ম (পদ্দোঁ)।
- ম-ফলা শব্দের প্রথম বর্ণে থাকলে উচ্চারণ হয় না। যেমন - শ্মশান - শশান।

❍ কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ

ক্ত = ক্ + ত। যেমন - তক্তা, ভক্তি, শক্ত।
ক্র = ক্ + র। যেমন - আক্রমণ, চক্রান্ড়, চক্র।
ক্ষ = ক্ + ষ (উচ্চারণ ক্ + খ - এর মত)। যেমন - বক্ষ, রক্ষা, শিক্ষা।
ঙ্ক = ঙ্ + ক। যেমন - অঙ্ক, শঙ্কা, আতঙ্ক।
জ্ঞ = জ্ + ঞ। (উচ্চারণ 'গ্গ্যাঁ'-এর মত। যেমন - জ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা।
ঞ্চ = ঞ্ + চ। যেমন - বঞ্চনা, মঞ্চ ।
ঞ্জ = ঞ্ + জ। যেমন - অঞ্জনা, গঞ্জ, মঞ্জুষা। [ন্জ] রূপে লেখা ঠিক নয়। ঞ্জ রূপে লেখা বাঞ্ছনীয়।
ট্ট = ট্ + ট। যেমন - অট্টালিকা, চট্টগ্রাম, ভট্টশালী।
ণ্ড = ণ্ + ড। যেমন - কাণ্ড, ভাণ্ডার, [ন্ড] কিংবা [ন্ড] রূপে লেখা বাঞ্ছনীয় নয়। ণ্-এর ওপরে মাত্রা হবে না।
ৎ (খণ্ড-ত) = ৎ। যেমন - ওৎ, উৎসাহ, সৎ।
ত্ত = ত্ + ত। যেমন - উত্তম, পত্তন, বিত্ত।
ত্র = ত্ + র। যেমন - পত্র, নেত্র, পত্রিকা।
ত্রু = ত্ + র্ + উ। যেমন - শত্রু, ত্রুটি।
থ্থ = ত্ + থ। যেমন - উত্থান, উত্থিত।
দ্ধ = দ্ + ধ। যেমন - বদ্ধ, যুদ্ধ, সমৃদ্ধি।
ন্ধ = ন্ + ধ। যেমন - অন্ধ, বন্ধু, সন্ধ্যা।
ভ্র = ভ্ + র। যেমন - ভ্রমণ, ভ্রাতা।
ভ্রূ = ভ্ + র্ + উ। যেমন - ভ্রূকুটি।
ভ্রূ = ভ্ + র্ + ঊ। যেমন - ভ্রূভঙ্গি।
ব্রু = র্ + উ। যেমন - বুদ্ধ, বুধির, জবুরি।
ব্রূ = র্ + ঊ। যেমন - রূপ, রূপসী।

শু = শ্ + উ। যেমন - শুধু, শুচি, শুভ্র।
শ্র = শ্ + র্ + উ। যেমন - অশ্রু।
শ্রূ = শ্ + র্ + ঊ। যেমন - শুশ্রূষা।
ষ্ম = ষ্ + ম। যেমন - গ্রীষ্ম।
ষ্ণ = ষ্ + ণ। যেমন - উষ্ণ, তৃষ্ণা। এটিকে ষ্ এর সঙ্গে ঞ যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। এটি ঞ নয়। ষ + ণ - প্রাচীন রূপ ষ্ণ ছিল।
স্ড় = স্ + ত। যেমন - রাস্ড়া, ব্যস্ড়।
স্থ = স্ + থ। যেমন - অবস্থা, স্বাস্থ্য।
হু = হ্ + উ। যেমন - হুকুম, মাহুত, বহু।
হৃ = হ্ + ঋ। যেমন - হৃদয়, সুহৃদ।
হ্ন = হ্ + ন। যেমন - মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, বহ্নি।
হ্ণ = হ্ + ণ। যেমন - পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ।
হ্ম = হ্ + ম। যেমন - ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ।
ক্ষ্ণ = ক্+ষ্+ণ। যেমন- তীক্ষ্ণ।
ক্ষ্ম = ক্+ষ্+ম । যেমন- যক্ষ্মা।
ত্ন = ত্+ন। যেমন- যত্ন, রত্ন।
ত্ম = ত্+ম। যেমন- আত্মীয়।
ক্স = ক্+স। যেমন- বাক্স, মেক্সিকো।
দ্ধ = দ্+ধ। যেমন- আরব্ধ, উপলব্ধি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি-ধ্বনিতত্ত্ব

০১. নিম্নের কোনগুলি উষ্মবর্ণ? (চবি ছ-২০০৬-২০০৭)
ক. ঙ ঞ ণ ন ম খ. খ ঘ ছ ঝ গ. শ ষ স হ ঘ. খ ঘ ছ ঝ

০২. ভাষার মূল উপকরণ কোনটি? (রাবি ২০০৬-২০০৭) (চবি জ-২০০৬-২০০৭)
ক. ধ্বনি খ. বাক্য গ. শব্দ ঘ. সন্ধি ঙ. কারক

০৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি? (খুবি খ-২০০৬-২০০৭)
ক. ২ টি খ. ৩ টি গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

০৪. শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? (খুবি খ-২০০৬-২০০৭)
ক. বর্ণ খ. অক্ষর গ. ধ্বনি ঘ. স্বর

০৫. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি বর্ণে মাত্রা নাই?(ঢাবি ঙ-২০০৫-২০০৬) (রাবি ২০০৬-২০০৭) (ইবি খ-২০০৫-২০০৬) (ঢাবি গ-২০০৪-২০০৫)
ক. ৮ টি খ. ৯ টি গ. ১০ টি ঘ. ১১ টি

০৬. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ড় মোট ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ২৫ টি খ. ২৬ টি গ. ২৭ টি ঘ. ২৮ টি

০৭. ওষ্ঠ্য ধ্বনির ব্যঞ্জবর্ণ গুলো হল- (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ট ঠ ড ঢ ণ খ. চ ছ জ ঝ ঞ গ. ত থ দ ধ ন ঘ. প ফ ব ভ ম

০৮. 'খ-ত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্ড়াবে কোন বর্ণের খ রূপ? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. খ খ. ত গ. দ ঘ. ধ

০৯. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ও + ই খ. এ + ই গ. অ + ই ঘ. ক + ই

১০. কোনটি ওষ্ঠ বর্ণ? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. ত খ. ধ গ. ক ঘ. প

১১. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. কার খ. মাত্রা গ. ফলা ঘ. কষি

১২. মহাপ্রাণ বর্ণগুচ্ছ কোনটি? (রাবি ২০০৬-২০০৭)
ক. খ, ছ, ঠ খ. ক, খ ঙ গ. খ, গ, ঙ ঘ. চ, ছ, ঞ

১৩. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি? (ঢাবি ক-২০০৬-২০০৭)
ক. হ খ. শ গ. র ঘ. ল

১৪. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রা ও অর্ধমাত্রার বর্ণের সংখ্যা যথাক্রমে (ঢাবি গ-০৫-০৬)
ক. ৪০ টি ও ১০ টি খ. ৩২ টি ও ১৮ টি
গ. ৩০ টি ও ১০ টি ঘ. ৩২ টি ১০ টি ঙ. ৩২ টি ও ৮ টি

১৫. ড় এবং ঢ় (ঢাবি ঘ-২০০৫-২০০৬)
ক. ঘৃষ্ট ধ্বনি খ. নাসিক্য ধ্বনি
গ. তাড়নজাত ধ্বনি ঘ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি

১৬. বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক- (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. বাচ্য খ. শব্দ গ. বর্ণ ঘ. চি

১৭. 'ত, থ, দ, ধ' এ চারটি বর্ণকে বলে -------- (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. কণ্ঠ বর্ণ খ. ওষ্ঠ্য বর্ণ গ. দন্ড্য বর্ণ ঘ. তালব্য বর্ণ

১৮. বাংলা বর্ণ মালায় কয়টি পূর্ণ মাত্রার বর্ণ আছে? (ইবি গ-২০০৫-২০০৬) (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. ২৯ খ. ৩১ গ. ৩২ ঘ. ৩৫

১৯. একক বা একাধিক অর্থবোধক ধ্বনির সম্মিলনে তৈরী শব্দের ক্ষুদ্রাংশকে বলা হয়- (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. শব্দ খ. রূপ গ. বর্ণ ঘ. প্রতীক

২০. নিচের কোন প্রত্যঙ্গটি বাগযন্ত্রের অংশ নয়? (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. ফুসফুস খ. নাসিকা গহবর
গ. চোয়াল ঘ. ঠোঁট

২১. আন্ড়স্বরতন্ত্রীয় ধ্বনি কোন্টি? (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. ছ খ. ধ গ. ক ঘ. হ

২২. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি? (রাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. ৩৫ টি খ. ৩৭ টি গ. ৩৯ টি ঘ. ৪১ টি

২৩. নিম্নের কোনটি হ্রস্ব-স্বর বণ নয়? {রা বি (মার্কেটিং বিভাগ)-২০০৩-২০০৪}
ক. অ খ. আ গ. ই ঘ. উ

২৪. "ধ্বনিই ভাষার মূল"- কথাটি কি ঠিক? (চ বি ঘ-২০০২-২০০৩)
ক. হ্যাঁ খ. না গ. অর্ধসত্য ঘ. প্রায় সঠিক

২৫. 'ঃ'--- এক প্রকার (ঢা বি খ-২০০২-২০০৩)
ক. নিঃশব্দ ধ্বনি খ. 'য়' শ্রেণীর ধ্বনি
গ. 'ং' জাতীয় ধ্বনি ঘ. 'হ'-এর ধ্বনি

২৬. ন্ ধ্বনি কোন স্থান থেকে উচ্চারিত হয়? (ঢা বি ক-২০০১-২০০২)
ক. জিভের ডগা দাঁতকে স্পর্শ করে খ. জিভের ডগা দন্ড়মূলকে স্পর্শ করে
গ. জিভের ডগা তালুকে স্পর্শ করে ঘ. জিভের ডগা উপরের পাটি দাঁতকে স্পর্শ করে

২৭. বাংলা ব্যাকরণে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়- (চ বি খ-২০০১-২০০২)
ক. বচন খ. লিঙ্গ গ. প্রকৃতি-প্রত্যয় ঘ. বিপরীত শব্দ

২৮. ভাবের উৎসই হচ্ছে ------ {রা বি (মার্কেটিং বিভাগ)-২০০৩-২০০৪}
ক. শব্দ খ. বর্ণ গ. কাল ঘ. ভাষা

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	গ
৬	ঘ	৭	ঘ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ঙ	১৫	গ
১৬	খ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	ক
২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ঘ
২৬	খ	২৭	গ	২৮	ঘ				

অনুশীলনী-ধ্বনিতত্ত্ব

০১. উচ্চারণ স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি গুলোকে কতটি ভাগে ভাগ করা হয়?
ক. চার ভাগে খ. পাঁচ ভাগে গ. সাত ভাগে ঘ. ছয় ভাগে

০২. বাংলা বর্ণমালার কতটি বর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. ছয়টি খ. আটটি গ. পাঁচটি ঘ. দশটি

০৩. বাংলা বর্ণমালার কতটি বর্ণ পূর্ণ মাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. দশটি খ. আটটি গ. পাঁচটি ঘ. বত্রিশটি

০৪. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দু'ভাগে খ. তিন ভাগে গ. পাঁচ ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

০৫. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি?
ক. দুটি খ. সাতটি গ. পঁচিশটি ঘ. পাঁচটি

০৬. 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ড় ব্যঞ্জনবর্ণ গুলোকে বলা হয়-
ক. স্পর্শ বর্ণ খ. বর্গীয় বর্ণ গ. ক+খ ঘ. উষ্মবর্ণ

০৭. যৌগিক স্বরের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?
ক. সান্ধ্যক্ষর খ. দ্বি-স্বর গ. সন্ধিস্বর ঘ. মুক্তস্বর

০৮. মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. ক খ. গ গ. ঘ ঘ. চ

০৯. অনুনাসিক বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঝ গ. ঞ ঘ. কোনটিই নয়

১০. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'জ' কোন প্রকারের বর্ণ?
ক. কণ্ঠ বর্ণ খ. দন্ড্য বর্ণ গ. মূর্ধন্য বর্ণ ঘ. তালব্য বর্ণ

১১. নিম্নের কোনটি কণ্ঠ্য বর্ণ?
ক. ঙ খ. চ গ. ত ঘ. ল

১২. উচ্চারণ রীতি অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণকে কতটি বর্গে ভাগ করা হয়?
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি

১৩. ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ কী কী?
ক. ওষ্ঠ ও তালু খ. জিহবা ও ওষ্ঠ গ. দন্ড় ও অগ্রতালু ঘ. কণ্ঠ ও জিহবা

১৪. বাংলা বর্ণমালার কতটি ব্যঞ্জনবর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. এগারটি খ. সাতটি গ. পঞ্চাশটি ঘ. ঊনচলি- শটি

১৫. বাংলা বর্ণমালার কতটি স্বরবর্ণ অর্ধমাত্রা দিয়ে লেখা হয়?
ক. আটটি খ. চারটি গ. দুটি ঘ. একটি

১৬. তালব্য ও নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঞ গ. গ ঘ. ম

১৭. যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলে-
ক. অল্পপ্রাণ ধ্বনি খ. মহাপ্রাণ ধ্বনি
গ. ঘোষ ধ্বনি ঘ. অঘোষ ধ্বনি

১৮. দ্যোতনাবিহীন ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের নিচে কোন চিহ্ন লিখতে হয়?
ক. হস্ খ. বল্ গ. হল্ ঘ. ক+গ

১৯. যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির দ্যোতনার জন্য দু'টো বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রিত হয়ে কোন বর্ণ গঠিত হয়?
ক. সংযুক্ত বর্ণ খ. উষ্ম বর্ণ গ. স্পর্শ বর্ণ ঘ. ব্যঞ্জন বর্ণ

২০. 'ক্ষ' যুক্ত বর্ণটি কোন্ কোন বর্ণ মিলে গঠিত হয়েছে?
ক. খ্ + খ খ. ক্ + খ গ. ক্ + ষ ঘ. ক্ + হ

২১. 'বিজ্ঞান' শব্দের 'জ্ঞ' যুক্ত ব্যঞ্জনটি গঠিত হয়েছে?
ক. জ + জ মিলে খ. জ্ + ঞ মিলে
গ. জ + গ মিলে ঘ. গ্ + গ মিলে

২২. হ্ম ব্যঞ্জনটি কোন কোন বর্ণ মিলে গঠিত?
ক. হ্ + ষ খ. হ্ + ম গ. ক্ + খ ঘ. ম্ + হ

২৩. 'ঞ্জ'-এই যুক্তবর্ণটির বিভাজিত রূপ কোনটি?
ক. জ্ + ঞ খ. জ্ + ণ গ. ঞ্ + ণ ঘ. ঞ্ + জ

২৪. সাধারণত 'ক' বর্গের সাথে কোন নাসিক্য বর্ণটি যুক্ত হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠন করে?
ক. ঞ খ. ম গ. ং ঘ. ঙ

২৫. 'উষ্ণ' শব্দটির শেষের সংযুক্ত বর্ণটিতে কী কী র্ব যুক্ত হয়েছে?
ক. ষ্ + ণ খ. স্ + ন গ. ষ্ + ঞ ঘ. স্ + ঙ

২৬. নিচের কোনটি পরাশ্রয়ী বর্ণ?
ক. ৎ খ. ঙ গ. ঞ ঘ. ঃ

২৭. বাংলা বর্ণমালায় অসংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা কতটি?
ক. এগারটি খ. সাতটি গ. পঞ্চাশটি
ঘ. তেরটি ঙ. বত্রিশটি

২৮. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি?
ক. দুটি খ. সাতটি গ. পঁচিশটি
ঘ. পাঁচটি ঙ. আটাশটি

২৯. বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক. কার খ. ফলা গ. হল
ঘ. হস ঙ. কোনটিই নয়

৩০. 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ কয় রকম?
ক. দুই রকম খ. পাঁচ রকম গ. তিন রকম
ঘ. চার রকম ঙ. ছয় রকম

৩১. বাংলায় 'ঋ' ধ্বনিকে কী বলা চলে না?
ক. যৌগিক ধ্বনি খ. মিশ্র ধ্বনি গ. ব্যঞ্জন ধ্বনি
ঘ. স্বর ধ্বনি ঙ. কোনটিই নয়

৩২. কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির উদাহরণ?
ক. 'উ' খ. 'এ' গ. 'ঐ'
ঘ. 'ঈ' ঙ. ই

৩৩. 'এ'-ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের কোথায় পাওয়া যায়?
ক. আদিতে খ. শেষে গ. মধ্যে
ঘ. অন্ড়ে ঙ. সবগুলোই সঠিক

৩৪. পদের অন্ড়ে 'এ'-ধ্বনির উচ্চারণ কী হয়?
ক. সংবৃত খ. অপ্রকৃত গ. বিবৃত
ঘ. প্রকৃত ঙ. ক+গ

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ
৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	খ	১৫	ঘ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	গ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক
২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ক		